

هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী  
মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,  
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।  
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী  
উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী  
পিএইচডি (ফিক্হ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী  
পিএইচডি (উসূলুল ফিক্হ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া  
পিএইচডি (আকীদা), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ  
খতীব, সুবহানবাগ জামে মসজিদ, ধানমণ্ডি, ঢাকা

সুবুজা পুত্র

## ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ইসলামের সমুদয় বিধি-বিধানের মধ্যে সালাতই একমাত্র ইবাদাত, যা আদায় করা না করার মধ্যে রয়েছে ঈমান থাকা না থাকার ঝুঁকি, মুসলিম হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী, কোনো মানুষ মুসলিম আছে কি না তার পরিচয় পাওয়া যাবে কেবল তার সালাত আদায়ের মাধ্যমে। এ কথার মর্মার্থ হলো, সালাত আদায় করা সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। মুসলিম ঘরের সন্তান বলে 'আমি মুসলিম' – সালাত আদায় না করা সত্ত্বেও এমন জোরপূর্বক স্বঘোষিত দাবি হাদীসের মর্ম অনুযায়ী টেকে না। বেনামাযীদের ব্যাপারে হাদীসে অনেক ভয়ানক দুঃসংবাদ রয়েছে। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়লে অন্য ইবাদাতও কবুল হয় না; এমনকি হজ্জও না।

অপরদিকে আরেক দল আছে নামায পড়ে, কিন্তু তার নামায নবীজীর নামাযের মতো নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি সত্তরটিরও বেশি মাসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা নবীজীর মতো করে সালাত আদায় করছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ও কাউকে কাউকে বলেছেন, তোমার আদায়কৃত নামায হয়নি, তুমি যেন নামায পড়ইনি, তুমি নতুন করে আবার তা আদায় কর। তিনি এটাও বলেছেন যে, এমন বহুলোক আছে, যারা নামায ঠিকই পড়ছে কিন্তু তা ষোলো আনা সঠিক হচ্ছে না। ষোলো আনার মধ্যে কারো কবুল হচ্ছে মাত্র দু আনা, কারো কবুল হচ্ছে চার আনা, কারো বা ছয় আনা বা আট আনা বা দশ আনা, কারো কারো বারো আনা বা চৌদ্দ আনা কবুল হচ্ছে। অর্থাৎ, রাসূলের সালাতের মাপকাঠিতে তার নামায পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। কাউকে কাউকে তিনি নামায চোরও বলেছেন। কিয়ামতের বিভীষিকাময় মাঠে এমন ভাঙাচুড়া অপূর্ণাঙ্গ নামায নিয়ে হাজির হওয়া নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। তাহলে এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? উত্তর সহজ, পথও সহজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সালাতগুলোকে আমার সালাতের মতো করে নাও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে, আমরাতো হানাফী মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে আছি। এ থেকে নড়াচড়া করতে পারব কি না? এর উত্তরও সহজ। আমাদের মাযহাবের ইমাম আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, কেউ যদি সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করে তাহলে এটাও আমারই মাযহাব অনুযায়ী আমল হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শুধু মুখলিসই ছিলেন না; বিজ্ঞও ছিলেন। তাঁর এ উক্তি পর সমস্যার আর কিছুই থাকে না। তাঁরই বক্তব্যের আলোকে প্রমাণ হয়ে গেল যে, হানাফী মতের

বাইরে যদি কোথাও সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে সানন্দে তা গ্রহণ করা যায়। এর উপর আমলও করা যায়। এতে মাযহাবের কোনো সমস্যা নেই। আর কোনো হাদীস দুর্বল হলেও মাযহাবের কারণে এর উপর অটল থাকতে হবে— এমন কথাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, এমনকি মাযহাবের ইমামগণও বলেননি। তাছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণার এ সোনালি যুগে বিশুদ্ধ তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতার পরও, সহীহ হাদীস জানতে পারার পরও এটাকে বাদ দিয়ে এর বিপরীতে দুর্বল প্রমাণিত একটি হাদীস অন্ধভাবে আমল করতে থাকা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান নেক্কার-এর কাজ হতে পারে না।

নামায সম্পর্কিত প্রচলিত অনেক বইয়ে দলীল-প্রমাণ ছাড়া মনগড়া বহু কথায় ভরপুর। এগুলো থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আমল, বিশুদ্ধ জীবন ও আল্লাহর কাছে নাজাত লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয়, হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ে লম্বা পথ পাড়ি, দেশ বিখ্যাত আলেম ও শরী‘আ বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে বেশ কিছু নামজাদা ইউনিভার্সিটির খ্যাতনামা ডক্টর-প্রফেসরগণের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা করে বহুবার সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের পর ছোট আকারের এ বইটি প্রণীত হয়েছে। চেষ্টা করেছি, আমাদের নামায যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সর্বাধিক কাছাকাছি হয়। এরপরও যদি কোনো ভুলত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে আমার ডাক-ঠিকানা, ই-মেইল, ফেইসবুক বা ফোনের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ রইল।

পাঠক হিসেবে সকল শ্রেণীর মুসলিম ভাইবোনদের কাছে বইটি যেন সহজবোধ্য ও সমাদৃত হয়, সেভাবেই এতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনা সহজ করতে গিয়ে নামাযের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু সাজিয়েছি, আকারে ছোট করেছি। জ্ঞানপিপাসু ও হৃদয়বান পাঠকবর্গের কাছে এ বইটির বহুল প্রচারে সহায়তা কামনা করছি। প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে এ বইটি পৌঁছুক এবং বিশুদ্ধ নামায আদায় করে সকলেই আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করুক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ পুরস্কৃত করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সভাপতি, সিরাজ নগর উম্মুল কুরা মাদরাসা,

পো: রাধাগঞ্জ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী

মোবাইল: ০১৭১১৬৯৬৯০৮ | ই-মেইল: [noon715bd@gmail.com](mailto:noon715bd@gmail.com)

ফেইসবুক: [facebook.com/prof.nurulislam](https://www.facebook.com/prof.nurulislam)

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## প্রথম অধ্যায়

### সালাত আদায়ের পদ্ধতি : শুরু থেকে শেষ

#### (صِفَةُ الصَّلَاةِ : مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَى التَّسْلِيمِ)

সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। ঋটি-বিচ্যুতির কারণে তা আদায় করেও অনেকে পাপের ভাগী হবে। আর তা হবে ভয়াবহ জাহান্নাম। তাহলে কীভাবে সে সালাত আদায় করলে আল্লাহর পুরস্কার পাওয়া যাবে, কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করতেন, একমাত্র সেটাই আমাদের অনুকরণ করতে হবে। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।” [বুখারী- ৬৩১, ইফা-৬০৩, আধুনিক- ৫৯৫]

তাহলে তাঁর সালাত আদায় কেমন ছিল এ নিয়েই আমাদের এ ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

১. তাহরাত বা পবিত্রতা অর্জন: প্রথমে ওয়ূ করে পবিত্র হতে হবে। কারণ, পবিত্রতাবিহীন সালাত কবুল হয় না, [মুসলিম: ৪২৩]। তবে কোনো কারণে গোসল ফরয হলে, এর পূর্বে অবশ্যই ফরয গোসল সম্পন্ন করে নিতে হবে।

ইসলামে যেকোনো আমলের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য একটি বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য এ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ফরয। তাহরাতের মৌলিক বিধি-বিধান জানার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে আমার রচিত ‘বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওয়ূ-গোসল’ বইটি দেখতে পারেন।

২. ওয়াক্ত হলে নামায আদায় করা: প্রত্যেক সালাত নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা। তবে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ শুরুর সময়ে আদায় করা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়।

তাকওয়ার দাবি হলো আগে নামায, পরে কাজ। ‘আগে কাজ, পরে নামায’ নয়। যারা কাজ-কর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামায দেরিতে পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করে তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

“ঐসব নামাযীদের জন্য ওয়াইল বা ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল।” [সূরা ১০৭; মাউন ৪-৫]

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ

আর গাফেল হলো ঐসব লোক, যারা পেছাতে পেছাতে নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ে এবং হুকুম-আহকামগুলো ঠিকমতো আদায় করে না।

৩. কিবলামুখী হওয়া: পূর্ণ দেহ-সহ কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। [সূরা বাকারা: ১৪৪, বুখারী: ৬২৫১]

৪. সুত্ৰা: সিজদার জায়গার একটু সামনে (কমপক্ষে আধাহাত উঁচু একটি লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে) সুত্ৰা দেবে, [হাকেম- ১/২৫২]। সুত্ৰা ও মুসল্লীর দাঁড়ানোর মাঝখান দিয়ে সালাত চলাকালীন হাঁটা-চলা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে নামাযীর সামনে দিয়ে কোনো (সাবালিকা) নারী, গাধা বা কালো কুকুর যাতায়াত করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় [মুসলিম: ১০২৪]। সুতরাং, এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অতঃপর বিনম্র হয়ে খুশু ও খুযু-এর সাথে সালাতের জন্য দাঁড়াবে।

৫. দু'পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার পরিমাণ: এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে মুসল্লি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে।

কেউ কেউ দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখাকে সুন্নত মনে করে। অথচ, চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখার কোনো কথা হাদীসে নেই।

৬. পাশের মুসল্লির পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো: জামাআতে দাঁড়ানোর সময় সাহাবাগণ পরস্পর একে অপরের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে মিশে মিশে দাঁড়াতেন। সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ»

“আমাদের কেউ কেউ তাঁর পাশের মুসল্লির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াত।” [বুখারী: ৭২৫, ইফা ৬৮৯]। সাহাবীগণ দুজনের মাঝে কোনো ফাঁকা রাখতেন না।

জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে দুজন মুসল্লির মাঝে কোনো ফাঁকা রাখা জায়েয-এমন কোনো হাদীস নেই; বরং ফাঁকা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, ফাঁকা থাকলে সেখানে শয়তান ঢুকে পড়ে। আপনার ডানে ও বামে শয়তান সাথে নিয়ে নামায পড়বেন- এ কেমন কথা! আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهُمَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدْفُ»

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### সালাতের আহকাম-আরকান

(أَحْكَامُ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانُهَا)

#### প্রথমত: সালাতের আহকাম বা শর্তসমূহ

আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। এগুলো হলো সালাতের বাইরের ফরয। সালাতের শর্তসমূহকে আহকাম বা আরকান বলা হয়ে থাকে। সালাতের আহকাম সাতটি-

১. শরীর পাক (অর্থাৎ সালাতের আগে ওয়ূ করে পবিত্র হতে হবে, আর গোসল ফরয হলে আগে ওয়ূ করে গোসল করে নিতে হবে), ২. পোশাক পাক, ৩. জায়গা পাক, ৪. সময় হওয়া, ৫. সতর ঢাকা, ৬. কিবলামুখী হওয়া, ৭. নিয়ত করা।

[দলীল: [এক] মুসলিম: ৪২৩, [দুই] সূরা মুদাসসির ৪, [তিন] বুখারী: ২২০, ইফা ২২০, আধুনিক ২১৪, [চার] সূরা নিসা: ১০৩, [পাঁচ] সূরা আ'রাফ: ৩১, আহমদ: ২/১৮৭, [ছয়] সূরা বাকারা ১৪৪, মুসলিম [সাত] বুখারী: ১]

অপরদিকে সালাত ফরয হওয়ার জন্য বিজ্ঞ ফকীহগণ আরও ৩টি শর্ত যোগ করেছেন। আর তা হলো- (ক) ইসলাম গ্রহণ (খ) হুঁশ-জ্ঞান থাকা ও (গ) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

উপরে বর্ণিত যেকোনো একটা হুকুম বা শর্ত জেনে-শুনে বাদ দিলে সালাত আদায় হবে না। তবে ভুলে কোনোটা বাদ গেলে সালাত আদায় হয়ে যাবে।

#### দ্বিতীয়ত: সালাতের আরকান

একবচনে রুকন ও বহুবচনে আরকান। এগুলো হলো নামাযের ভেতরের ফরয। এর সংখ্যা নিয়েও আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের রুকন ১০টি-

১. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় (ফরয সালাতে সক্ষম অবস্থায়)
২. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর)
৩. সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাআতে)
৪. রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠা।
৫. সিজদা এবং সিজদা থেকে উঠা।
৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।
৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।

৮. রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

৯. রুকন আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (অর্থাৎ ক্রমধারা অনুযায়ী একের পর এক রুকনগুলো আদায় করা।)

১০. সালাম ফিরানো (ডানে ও বামে)

এর কোনো একটা ফরয ইচ্ছায় বা ভুলে বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

[দলীল: [এক] বুখারী: ১১১৭, [দুই] বুখারী: ৭০৯, ইফা: ৭৫৭, আধুনিক: ৭৪৯, [তিন] বুখারী: ৭৫৬, ইফা ৭২০, আধুনিক ৭১২, [চার] সূরা হাজ্জ: ৭৭, বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, আধুনিক: ৭১৩, [পাঁচ এবং ছয়] বুখারী: ৭৫৭, [সাত] বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, বুখারী: ৮৩১, ইফা ৭৯৩, আধুনিক ৭৮৫, [আট] বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, [নয়] ঐ, [দশ] আবু দাউদ: ৬১]

### তৃতীয় অধ্যায়

## সালাতের ওয়াজিবসমূহ

### (وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ)

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। আর ভুলে বাদ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয়। বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সালাতের ওয়াজিব সাতটি-

১. সকল তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া)

২. (সূরা ফাতিহার পর) সূরা মিলানো। অধিকাংশ মাযহাবে এটা সুন্নাত।

৩. 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা' বলা (রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী এ তাসবীহটি পড়বে।)

৪. 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলা, (ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সবাই বলবে।)

৫. মাগরিব ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম বৈঠক।

৬. প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

৭. দরুদ পড়া (শেষ বৈঠকে), একদল ফিকহবিদের মতে, এটা রুকন।

[দলীল: [এক] বুখারী: ৭৩৩, ইফা ৬৯৭, আধুনিক ৬৮৯, [দুই] বুখারী: ৭৫৯, ইফা: ৭২৩, আধুনিক: ৭১৫, [তিন] বুখারী: ৭৮৯, ইফা ৭৫৩, আধুনিক ৭৪৫, [চার] ঐ, [পাঁচ] বুখারী: ৮৩০, ইফা ৭৯২, আধুনিক ৭৮৪, [ছয়] নাসাই: ১১৬৩, [সাত] মুসলিম: ৭৯৩, বুখারী: ৬৩৫৭]

## নারী ও পুরুষের সালাতে পার্থক্য

(الْفَرْقُ بَيْنَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ)

সালাতের মূল কাঠামোর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে কোনো পার্থক্য নেই। দাঁড়ানোর পদ্ধতি, বুকে হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা ও বৈঠক এসবই পুরুষ ও মহিলারা একই কায়দায় আমল করবে। রাসূলুল্লাহ'র যামানায় পুরুষ ও মহিলারা একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন। তবে তাদের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিশেষ কিছু বিধানের অনুসরণ করবে।

১. মেয়েরা শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও দুই হাত ছাড়া বাকি আপাদমস্তক ঢেকে দাঁড়াবে। পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পা ঢেকে রাখবে। কিন্তু পুরুষদের জন্য পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম।
২. জামা'আতে নামায পড়লে মেয়েরা পুরুষদের একেবারে পেছনে দাঁড়াবে।
৩. মহিলাদের জামায়াতে মহিলারা ফরয বা ওয়াজিব সালাতের ইমামতি করতে পারবে।
৪. ফরয সুন্নাত সকল নামাযে শুধুমাত্র মেয়েরা জামা'আত করলে মহিলা ইমাম সামনে না গিয়ে কাতারের মাঝে মুক্তাদিদের সারিতে দাঁড়াবে।
৫. ইমামের কোনো ভুল হলে মহিলা মুক্তাদিরা হাতের উপর হাত রেখে তালি দেবে। তবে পুরুষেরা লুকমা দেবে **سُبْحَانَ اللَّهِ** বলে।
৬. মহিলারা পুরুষদের সাথে একই জামা'আতে নামায পড়লে সালাম ফেরানোর পর পর মহিলারা আগে বেরিয়ে যাবে। এরপর বের হবে পুরুষ মুসল্লীরা। তবে মেয়েদের জন্য আলাদা গেট থাকলে আগে-পরে বের হওয়াতে কোনো দোষ নেই।
৭. মহিলারা সালাতের আযান দিবে না। আযান দেয়া শুধুমাত্র পুরুষদের কাজ। তবে অধিকাংশ ফকীহদের মতে মেয়েদের জামায়াতে নারীরা ইকামাত দিতে পারবে।



## পরিশিষ্ট : প্রচলিত ভুল-ত্রুটি

আমাদের সমাজে এমন কিছু ভুল-ত্রুটি নামাযীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, যা পরিহার করে বিশুদ্ধ সালাত আদায় করা অপরিহার্য। এর মধ্যে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

### ১. জামা'আত চলাকালীন সুন্নাত নামায পড়া

কোনো কোনো মুসল্লি জামায়াতে নামায চলাকালীন সময়েও সুন্নাত নামায পড়তে থাকেন, বিশেষ করে ফজরের নামাযে; অথচ এটি হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বা হারাম। এমনটি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

“যখন জামায়াতের ইকামাত হয়ে যায়, তখন ফরয নামায ব্যতীত আর কোনো নামায নেই।” [বুখারী: ৬৬৩ মুসলিম: ১৫২৯, ইবনে মাজাহ: ১১৫১, তিরমিযী: ৪২১]

বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে,

«قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رُكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ قَالَ وَلَا رُكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ»

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতও পড়া যাবে না? উত্তরে তিনি বললেন, “ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতও না।” [হাদীসটিকে ইব্ন হাজার ফতহুল বারীতে হাসান বলেছেন]।

অতএব, যখনই জামায়াতে নামায চলমান দেখবে তখনই মুসল্লীর কর্তব্য হলো কোনো প্রকার সুন্নাতের নিয়ত না করে সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে শরীক হয়ে যাওয়া। ফজরের নামাযের বেলায়ও একই মাসআলা। ফজরের বাদ পড়ে যাওয়া দু'রাকাআত সুন্নাত ফরযের পরপরই আদায় করা জায়েয আছে [আবু দাউদ: ১২৬৭]। তাছাড়া সূর্যোদয়ের পরও তা আদায় করা যায়।

### ২. ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যাওয়া

কিছু কিছু মুসল্লি ফরযের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যায় পরবর্তী সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য— এটি ঠিক নয়; বরং এটি সুন্নাহ পরিপন্থী। এতে মুসল্লিগণ সুন্নাহর অনুসরণ ও বড় ধরনের সওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। সুন্নাত হলো ফরয আদায়ের পর একই জায়গায় বসে থেকে নীরবে একাকী

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ